কোস্ট শিক্ষা প্রকল্পের মাসিক বুলেটিন

দর্পণ

বর্ষঃ ৫ম, সংখ্যাঃ ৫৪

জুন ২০২৩

COAST Foundation

মানবিক সহায়তা ও সাড়া প্রদানের অংশ হিসেবে, ইউনিসেফের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় কোস্ট ফাউন্ডেশন রোহিঙ্গা শিশুদের প্রাক প্রাথমিক এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করছে। ক্যাম্প-১৪ তে কোস্ট ফাউন্ডেশনের ৮৪টি লার্নিং সেন্টার ও ৫০টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র রয়েছে। যেখানে সর্বমোট ৬৯৩৭ জন শিক্ষার্থী আনন্দঘন পরিবেশে মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণ করছে।

বহুল প্রতিক্ষার অবসান হলো আজ

রোহিঙ্গা শিশুদের শিক্ষার অগ্রগতির বার্ষিক মূল্যায়ন সম্পন্ন

কেন্দ্র পরিদর্শন করছেন এডুকেশন সেক্টর কো-অর্ডিনেটর, ছবি- দিলীপ ভৌমিক, এম এন্ড ই অফিসার

গত বছরের ন্যায় ইউনিসেফের নির্দিষ্ট গাইডলাইন অনুযায়ী এ বছরেও বিভিন্ন গ্রেডে অধ্যয়নরত শিশুদের মেধার ভিত্তিতে মুল্যায়ন এর মাধ্যমে শ্রেনী পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়। মূল্যায়ন পরীক্ষায় শিশুরা যেন সঠিকভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে এর জন্য প্রকল্পটি নানাবিধ প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। কার্যক্রমটির শুরুতে প্রকল্পের সকল কর্মী যেমন পিআইও, রোহিঙ্গা ও হোস্ট শিক্ষকদের ইউনিসেফ প্রদত্ত নির্ধারিত গাইডলাইন অনুযায়ী অরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয় এবং পরবর্তী করনীয় বিষয়ক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কয়েকটি ধাপে কার্যক্রমটিকে সম্পন্ন করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। প্রথমত কমিউনিটির মানুষ ও শিশুদের মাতা পিতাদের প্লেসমেন্ট টেস্ট সম্পর্কে

অবহিত করার জন্য হোম ভিজিট ও কনসালটেশন মিটিং আয়োজন করা হয় এর ফলে তারা সকলেই জানতে ও বুঝতে সক্ষম হয়েছে মূল্যায়ন পরীক্ষা কেন এবং কি জন্য প্রয়োজন। পাশাপাশি শ্রেনীকক্ষে শিক্ষকগণ শিশুদেরকে মূল্যায়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য প্রতিনিয়ত মানসিকভাবে সহায়তা করেছেন যাতে করে তারা ভয়মুক্ত ভাবে নিজেদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে। শিশুদের সাথে আলাপ করে আমরা জানতে পারি যে, তারা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য উদগ্রীব ছিল এবং বাড়িতে পিতা মাতার সহযোগিতা ও উৎসাহ ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরীক্ষা চলাকালীন কয়েকটি কেন্দ্র পরিদর্শন করে দেখা যায় যে তারা সঠিকভাবে অংশগ্রহণ করেছে। এএলপি ও লেভেল থ্রি থেকে মোট ৬৬৬ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। আউট অব স্কুল শিশুদের থেকে ২১১ জন অংশগ্রহণ করে যাদের অধিকাংশ ছিল কিশোরী। উভয় ক্যাটাগরির মধ্যে শতকরা হার ছিল ৮৭ ও ৮৫ শতাংশ। ৩১শে মে ক্যাম্পে ৭০টি শিক্ষা কেন্দ্রে প্লেসমেন্ট টেস্ট অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি কেন্দ্রে রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি শিক্ষকগণ শিশুদের প্লেসমেন্ট টেস্ট সফলভাবে সম্পন্ন করবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এবং পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করেন। চূড়ান্ত মুল্যায়নের মাধ্যমে তারা বর্তমান শ্রেনী পরিবর্তন করে গ্রেড ৩, ৪ ও ৫ উন্নীত হবে। অংশগ্রহণকারীদের উত্তরপত্র পরীক্ষা শেষে ইউনিসেফ নির্ধারিত পরীক্ষক সংস্থার নিকট হস্তান্তর করা হয়।

নতুন গ্রেড কেজিতে ভর্তির জন্য অপেক্ষমান ইসিডি লারনাররা

২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে শিশুরা ভর্তির জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করছে

কোস্ট ফাউন্ডেশন হল বাংলাদেশ ভিত্তিক একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা যা প্রারম্ভিক শৈশব উন্নয়ন (ECD) সহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে। তদ্রুপ গত ১ বছর যাবৎ কোস্ট ফাউন্ডেশন ইসিডি সেন্টারের মাধ্যমে রোহিঙ্গা শিশুদের একটি নিরাপদ এবং উন্নত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে।

একটি প্রারম্ভিক শৈশব উন্নয়ন (ECD) কেন্দ্রের প্রধান কার্যকলাপের মধ্যে রয়েছে ছোট শিশুদের সামগ্রিক বিকাশ এবং যত্ন প্রদান করা। সাধারণত ৩-৫ বছর বয়সের মধ্যে ECD কেন্দ্রগুলি শিশুদের শারীরিক, জ্ঞানীয়, সামাজিক এবং মানসিক বিকাশকে লালন করার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। ৫০টি ইসিডি সেন্টারে ১২৩২ জন শিশু প্রারম্ভিক শিক্ষা গহণ করছে যেমন-খেলাধুলা ভিত্তিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষাকে উদ্দীপিত করা এবং

কেজিতে ভর্তির জন্য অপেক্ষমান শিশু, ছবি-ওমর ছাদেক, ফ্যাসিলিটেটর

কাঠামোগত পরিবেশ প্রদান করার মাধ্যমে যেখানে শিশুরা স্বাক্ষরতা, সংখ্যাতত্ব, ভাষা বিকাশ এবং সমস্যা সমাধানের মতো মৌলিক দক্ষতা বিকাশ করতে পারে।

এছাড়াও কোস্ট ফাউন্ডেশন শিশুদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয় পাশাপাশি বিভিন্ন সভার মাধ্যমে পিতামাতা এবং যত্নশীলদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য অনুশীলন সম্পর্কে সচেতন করে।

যেহেতু খেলা শৈশব বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ইসিডি কেন্দ্রগুলি শিশুদের জন্য বিনামূল্যে খেলা, কল্পনাপ্রবণ খেলা, বহিরাঙ্গন খেলা এবং কাঠামোগত ক্রিয়াকলাপ সহ বিভিন্ন ধরনের খেলায় অংশগ্রহণের যথেষ্ট সুযোগ প্রদান করে। যার ফলে শিশুদের সৃজনশীলতা, মোটর দক্ষতা, জ্ঞানীয় বিকাশ এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ক্যাম্প ১৪তে কোস্ট ফাউন্ডেশনের মোট ৫০টি ইসিডি সেন্টার রয়েছে যেখানে ১৩২০ জনের মধ্যে ৫০০ এর অধিক শিশু রয়েছে যারা গত ১ বছরে তাদের মেধা বিকাশ ও শৈশব উন্নয়নের পরবর্তী ধাপ কেজিতে ভর্তির জন্য অপেক্ষমান

রয়েছে। এমতাবস্থায় তারা আগামী জুলাই হতে বিভিন্ন লার্নিং সেন্টারে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু করবে।

সামগ্রিকভাবে, একটি ECD কেন্দ্রের প্রাথমিক ফোকাস হল একটি নিরাপদ শৈশব বিকাশ, এবং উদ্দীপক পরিবেশ প্রদান করা যা ৩-৫ বছর বয়সী শিশুদের সামগ্রিক বিকাশকে উৎসাহিত করে এবং ভবিষ্যতে শিক্ষা ও জীবনের অভিজ্ঞতার জন্য তাদের প্রস্তুত করে।

কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণের ফলে ক্ষয়ক্ষতি কমেছে

দুর্যোগ ঝুকি প্রশমনে পূর্ববর্তী পরিকল্পনা খুব জরুরী

১৪ই মে ২০২৩ বাংলাদেশের টেকনাফ উপকূল এবং মিয়ানমারের সিতওয়া উপকূলের উপর দিয়ে ঘন্টায় ১৫০-২১৪ কি.মি. গতিবেগে ঘূর্নিঝড় মোখা আঘাত হানে। ঝড়টির তান্ডব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উপকূলবর্তী এলাকা

শিক্ষা উপকরণ এবং সেন্টার সুরক্ষিত করা হচ্ছে, ছবি-নাসিম, পিও

থেকে ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় থাকা সকল মানুষদের বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠানো হয়। মোখার প্রভাবে সবচেয়ে ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় ছিল টেকনাফ এবং উখিয়া অবস্থানরত রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাসিন্দা, তাদের শেল্টার এবং ক্যাম্পে স্থাপিত বিভিন্ন সংস্থার ফ্যাসিলিটিসমূহ। কোস্ট ফাউন্ডেশন, রোহিঙ্গা ক্যাম্প এবং বাংলাদেশের সকল উপকূলীয় জেলায় কয়েকটি টিম গঠনের মাধ্যমে আশ্রয়কেন্দ্রে আসা অসহায় মানুষদের সহযোগিতা করার জন্য কাজ করে। পাশাপাশি ঘূর্নিঝড় পূর্ববর্তী সময়ে মানুষকে সচেতন করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয়ে কোস্ট ফাউন্ডেশন মাইকিং এবং কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে বুলেটিন প্রচার করে। কক্সবাজার জেলার ৫টি উপজেলা যেমন কুতুবদিয়া, কক্সবাজার সদর, মহেশখালী, টেকনাফ এবং উখিয়ার বিভিন্ন সাইক্লোন সেন্টারে শুকনো খাবার এবং রান্না করা খাবার বিতরণ করে। ঘূর্নিঝড় পরবর্তীকালে রেডিও সৈকত এবং মেঘনার মাধ্যমে মানুষের স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং শিশুদের ঝুঁকিমুক্ত রাখার জন্য সংবাদ প্রচার করে।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে শিশুদের মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের জন্য ৮৪টি লার্নিং ফ্যাসিলিটি রয়েছে যেখানে শিশুরা নিরাপদে শিক্ষা গ্রহণ করে। সম্প্রতি ঘূর্নিঝড় মোখার কারনে প্রতিটি সেন্টার ঝুকিপ্রবণ হয়ে পড়েছিল কারণ আবহাওয়ার বার্তানুযায়ী ঝড়টির একটি অংশ রোহিঙ্গা ক্যাম্পের উপর আঘাত হানতে পারে। ঘূর্নিঝড় পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে শিক্ষা প্রজেক্টের সকল কর্মীদের নিয়ে জরুরী বৈঠকের মাধ্যমে কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে ছিল, প্রতিটি লার্নিং সেন্টার শক্ত করে টাই ডাউন করা, ঝড় হলে নিজিকে কিভাবে রক্ষা করবে শিশুদের এ বিষয়ে সচেতন করা, কমিউনিটি কনসালটেশন মিটিং করা এবং ফ্যাসিলিটিগুলোকে সাইক্লোন শেল্টার হিসেবে ব্যবহার করা ও ক্যাম্প কতৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা প্রভৃতি। নির্ধারিত পরিকল্পনা মোতাবেক প্রকল্পটির ইন্জিনিয়ার এবং সংশ্লিষ্ট কর্মী ৮৪টি সেন্টারকে শক্তভাবে টাই ডাউন করে যেন ঝড়ের হলেও এলসিগুলো ভেঙ্গে না পড়ে। পাশাপাশি শিক্ষক ও এসজিসি লার্নিং সেন্টারে থাকা সকল লার্নিং উপকরণ একসাথে তেরপলিন দিয়ে ঢেকে রাখেন যেন বৃষ্টিতে নষ্ট না হয়। উল্লেখ্য যে, ঝুকিপূর্ণ ব্লকগুলোর মানুষদের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য কয়েকটি লার্নিং সেন্টার ক্যাম্প কতৃপক্ষকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহাররে জন্য হস্তান্তর করা হয়েছিল। সর্বোপরি পূর্ব সতর্কতা অবলম্বন করায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমান অনেক কম হয়েছে তবে ৮৪টি সেন্টারের মধ্যে ৫টি সেন্টারের চালা নষ্ট হয়েছিল। কিন্তু পরের দিন দ্রুততার সাথে সেন্টারগুলো মেরামত করা হয় যাতে করে শিশুরা নিরাপদে শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণ করতে পারে।

ফটো গ্যালারী

জুন, ২০২৩ মাসের কার্যক্রম

কাজের নাম	সংখ্যা
কর্মী নিয়োগ	প্রয়োজনানুসারে
কমিউনিটি এডুকেশন সাপোর্ট গ্রুপ সভা এবং কমিটি রিভিউ	১৩২ টি
পেরেন্টেস এন্ড কেয়ার গিভার সভা ও রিভিউ	১৩২ টি
মাসিক সমন্বয় সভা	১ টি
মাসিক টিচারস রিফ্রেশার্স মিটিং	১টি
পিএসইএ ও চাইল্ড সেফগার্ডিং প্রশিক্ষণ	১টি

যোগাযোগঃ
জসীম উদ্দিন মোল্লা, প্রকল্প ব্যবস্থাপক-০১৭৬২৬২৪৮০৮
www.coastbd.net

এই প্রকাশনাটি তৈরীতে প্রকল্পের সকল পর্যায়ের সহকর্মীগণ তথ্য এবং ছবি দিয়ে সহযোগীতা করেছেন। প্রদর্শিত ছবিগুলো ব্যক্তির অনুমতিক্রমে প্রদান করা হয়েছে।